যুগান্তর

তারিখ 17 APR 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

# বিদ্যালয়বঞ্চিত গ্রাম

যুগান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, নোয়াখালী জেলার ১৫০টি গ্রামে নাই কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়। জেলার নয়টি উপজেলায় ৪৩৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য, ২৮০টি বিদ্যালয় ভবনের দালান পরিত্যক্ত ঘোষণা করিয়াছেন প্রকৌশলীরা। আর ১৮৪টি বিদ্যালয়ে কোন পাকা-আধাপাকা ভবনই নাই। গোটা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এই চিত্র আমাদের শংকিত না করিয়া পারে না। শিক্ষার ভিত গড়িয়া উঠে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে। সেইখানে এমন দূরবস্থা চলিতে থাকিলে সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যে কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। মনে হইতেছে, প্রাথমিক শিক্ষা তথা গ্রামগঞ্জের বিদ্যালয়গুলির প্রতি সরকারের আদৌ মনোযোগ নাই। যেইখানে স্কুল ভবনই নাই সেইখানে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করিবে কিভাবে? সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার পরও গ্রামগঞ্জের পরিস্থিতি যে ইতরবিশেষ উন্নতি হইয়াছে বলা যাইবে না। বিদ্যালয়বিহীন গ্রামগুলিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও কোন উদ্যোগ নাই। যোগাযোগ ব্যবস্থাও নাজুক। এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করা সহজ নহে। এই কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ড্রপআউটও বাড়িয়া যাইতেছে। সরকার অঙ্গীকার করিয়াছে, ২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিয়া জাতিকে মিলেনিয়াম গোলের লক্ষ্য পূরণ করিবে। বাস্তবে উহার কোন প্রতিফলনই লক্ষ্য করা যাইতেছে না। কেবল নোয়াখালী নহে, অন্যান্য জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলির চিত্রও এক। বিদ্যালয়বঞ্চিত গ্রামগুলিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এলাকার শিশুদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে অন্তত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক উহাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। শিক্ষা খাতে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়া থাকে। সেই বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইলে স্কুল-কলেজের ভবনগুলিও বেহাল অবস্থায় পড়িয়া থাকিত না। নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পরিত্যক্ত ভবনগুলি সংস্কারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লইতে হইবে।

বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের পদ শূন্য রাখা সমীচীন নহে। যেই সকল বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে সেইগুলি দ্রুত পূরণ করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ জরুরি। কিন্তু তাহার চাইতেও অধিক জরুরি হইল শিক্ষক নিয়োগ। যেইখানে হাজার হাজার মানুষ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিয়াও বেকার রহিয়াছে, সেইখানে প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ না করিবার কি যুক্তি থাকিতে পারে? আমরা চাই, নোয়াখালীসহ সারাদেশের গ্রামগুলিতে শিক্ষার আলো ছড়াইয়া পড়ুক, একটি শিশুও যাহাতে শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত না থাকে সেই নিশ্চয়তা দিতে হইবে সরকারকেই।